মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৩৪২৭

পর্ব-১৫: কসম ও মানৎ (كتاب الأيمان والنذور)

পরিচ্ছেদঃ ১. প্রথম অনুচ্ছেদ - মানৎ

بَابٌ فِى النُّذُوْرِ

আরবী

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

বাংলা

৩৪২৭-[২] ’আয়িশাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তা’আলার আনুগত্যের মানৎ করে, সে যেন অবশ্যই তা আদায় করে। আর যে ব্যক্তি তাঁর নাফরমানীর মানৎ করে, সে যেন অবশ্যই তা না করে। (বুখারী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৬৬৯৬, ৬৭০০, আবূ দাঊদ ৩২৮৯, নাসায়ী ৩৮০৬, তিরমিযী ১৫২৬, ইবনু মাজাহ ২১২৬, আহমাদ ২৪০৭৫, দারিমী ২৩৮৩, ইরওয়া ৯৬৭, সহীহ আল জামি‘ ৬৫৬৫।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (قَالَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ) যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানৎ করে সে যেন অবশ্যই তা করে, মানৎ ব্যতিরেকেই আল্লাহর আনুগত্য ওয়াজিব। সুতরাং মানৎকে যখন দৃঢ় করে নিবে সঠিকভাবে তা ওয়াজিব হবে না।

শারহুস্ সুন্নাতে রয়েছে, যে হাদীস দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হয়, যে আনুগত্য করার মানৎ করে তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যিক হয়ে উঠে যদিও কোনো কিছুর সংশ্লিষ্ট না হয় আর যে পাপের মানৎ করে তা পুরা করা বৈধ না আর কাফফারা আদায় করা আবশ্যিক না যদি তাতে কাফফারা থাকে। তবে আমি ভাষ্যকার বলি, কাফফারা সাব্যস্ত হওয়া না হওয়াতে হাদীসে দলীল সাব্যস্ত হয় না, হুকুম ‘আম্ভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম-এর হাদীসে كَفَّارَةُ النَّذْرِ

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ মানতের কাফফারা হলো কসমের কাফ্ফারার মতো।

আরও সুস্পষ্ট হাদীস যা আবূ দাউদ, তিরমিযী নাসায়ী, ইবনু মাজাহ্ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينٍ» পাপ কাজে কোনো মানৎ নেই এবং তার কাফ্ফারা কসমের কাফ্ফারার মতো, এর উপর ভিত্তি করে কেউ যদি মানৎ করে ঈদের দিনে সওম পালন করবে তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

কেউ যদি তার সন্তানকে কুরবানী করার মানৎ করে তা বাতিল বলে গণ্য হবে- এ মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশাল সংখ্যক সাহাবী গেছেন আর এটা মালিক ও শাফি'ঈ-এরও বক্তব্য। আর যে কেউ মানৎ করে 'আম্ভাবে সে বলে আমার ওপর মানৎ বা আমি মানৎ করলাম আর কোনো কিছু উল্লেখ করল না তার ওপর কসমের কাফফারা হবে। যেমন 'উমার বিন 'আমির-এর হাদীস,

قَالَ رَسُولُ اللهِ ـ ﷺ ـ : كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ

মানতের কাফফারা যখন তা উল্লেখ করা হয় না তা কসমের কাফফারা হবে।

অনুরূপ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, مَنْ نَذَرَ وَلَمْ يُسَمِّه، فَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ شَيْئًا لَا يُطِيقُه فَكَفَّارَتُه كَفَّارَةُ يَمِينٍ যে মানৎ করে এবং তা উল্লেখ করল না তার কাফফারা হলো কসমের কাফ্ফারার মতো আর সে কোনো মানৎ করল আর তা বাস্তবায়নে সক্ষম না, তার কাফফারা কসমের কাফ্ফারার মতো। (মিরকাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=68754

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন